দৈনিক ইনকিলাব

APR 09 2002

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

সিদ্ধান্তের অভাবে বিপিএড কোর্স চালু হচ্ছে না রাজশাহী ভার্সিটিতে

রাবিঃ রিপোর্টার ঃ সকল সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সিদ্ধান্তের অভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগটি আরও সমৃদ্ধ হতে পারছে না। চাহিদার কারণে এর কার্যক্রম বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন পদ মর্যাদায় ভাল মানের ২৭ জন প্রশিক্ষক রয়েছেন। এদের মধ্যে ১৪ জন মাস্টার্সসহ বিপিএড এবং ১৩ জন স্নাতকসহ বিপিএড ডিগ্রীপ্রাপ্ত। জাতীয় পর্যায়ে এক সময়ের অনেক কৃতী খেলোয়াড় এখানে প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তাছাড়াও বিদেশী ডিপ্লোমা ডিগ্রীপ্রাপ্ত রয়েছেন ৭ জন, ৫ জন প্রথম শ্রেণীর বিপিএড ডিগ্রীপ্রাপ্ত। অনেকেই সরকারী ও বেসরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজের থিওরিক্যাল, প্রাকটিক্যাল ও এক্সটারনাল পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। এদের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপিএড পরীক্ষা কমিটির সদস্যও রয়েছেন কেউ কেউ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি স্টেডিয়াম। মহিলা ও পুরুষদের দু'টি পৃথক জিমনেসিয়াম, সুইমিং পুল, টেনিস এবং বাস্কেটবল মাঠ। স্টেডিয়াম ছাড়াও আরও ৪টি সুন্দর খেলার মাঠ বিদ্যমান। খেলার সামগ্রী ও মাঠ পরিচর্যার সরঞ্জামাদি সবই রয়েছে। এই শারীরিক শিক্ষা কলেজের যে সমস্ত সরঞ্জাম ও উপাদানের প্রয়োজন তার কোন কিছুই কম নেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক খেলোয়াড়ই জাতীয় পর্যায়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং করছেন। তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলের কৃতী খেলোয়াড় শামসুল ইসলাম, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আসাদুজ্জামান, বর্তমান বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট, পেসার মুশফিকুর রহমান বাবুসহ অনেকের নামই উল্লেখযোগ্য রয়েছে। জাতীয় ও আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সব সময়ই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক মাঠ ও ক্রীড়া সামগ্রীই বর্তমানে অব্যবহৃত থাকছে। এগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোরও কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া দেশে শারীরিক শিক্ষা কলেজের স্বল্পতার কারণে অনেকেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারী মাত্র ২টিসহ দেশে মোট ১২টি [illegible] সুযোগ-সুবিধা কম থাকলেও খরচ মাত্রাতিরিক্ত বেশী। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে দাবী উঠেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগে বিপিএড অনার্স ও ডিপ্লোমা ডিগ্রী দেয়ার। প্রতিবেশী দেশ ভারতের কল্যাণী, যাদবপুর, অমরাবতী, পাঞ্জাব ও বিশ্বভারতীসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপিএড, এমপিএড এবং পিএইচডি ডিগ্রী দেয়া হয়। পাতিয়ালায় স্পোর্টস বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা দিয়েই এখান থেকে উচ্চতর ডিগ্রী দেয়া সম্ভব বলে জানিয়েছেন শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের অনেক কর্মকর্তা। তাদের মতে, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান অর্থসংকট মোকাবেলা করতে এই বিভাগ থেকে নিজের আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম হবে। আলাদা কোন বাজেট বরাদ্দ ছাড়াই কর্তৃপক্ষ এই আয় পেতে পারেন।